চতুর্থ অধ্যায়

অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ

এই অধ্যায়ে মহারাজ নভগ, তাঁর পুত্র নাভাগ এবং অম্বরীষ মহারাজের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

মনুর পুত্র নভগ, এবং তাঁর পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করেন। নাভাগের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর অংশ বিবেচনা না করে নিজেদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে নেন। নাভাগ যখন গৃহে ফিরে আসেন, তখন তাঁর ভাইয়েরা তাঁদের পিতাকে তাঁর অংশরূপে নির্ধারণ করে দেন। নাভাগ তাঁর পিতার কাছে গিয়ে তাঁর ভাইয়েদের আচরণের কথা বলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে প্রতারণা করেছে এবং তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ অঙ্গিরোগোত্রীয় মুনিদের যজ্ঞে দুটি মন্ত্র পাঠ করতে তাঁকে উপদেশ দেন। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন, এবং তার ফলে অঙ্গিরা আদি মহর্ষিরা যজ্ঞের সমস্ত ধন তাঁকে প্রদান করেন। নাভাগকে পরীক্ষা করার জন্য মহাদেব সেই যজ্ঞভূমির ধন গ্রহণ করতে বাধা দেন, কিন্তু নাভাগের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে সমস্ত ধন দান করেন।

নাভাগ থেকে পরম ভাগবত অম্বরীষের জন্ম হয়। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, কিন্তু তিনি তাঁর ঐশ্বর্যকে অনিত্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ঐশ্বর্যকে জীবের অধঃপতনের কারণ বলে জেনে, তিনি সেই ঐশ্বর্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। এই পন্থাকে বলা হয় যুক্তবৈরাগ্য, যা ভগবানের আরাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা। মহারাজ অম্বরীষ যেহেতু ছিলেন একজন অতুলনীয় ঐশ্বর্যশালী সম্রাট, তাই তিনি মহা আড়ম্বরে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতেন, এবং এত ঐশ্বর্যশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পত্নী, পুত্র এবং রাজ্যের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। তিনি নিরন্তর তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। তাই জড় ঐশ্বর্য ভোগের কি কথা, তিনি মুক্তি পর্যন্ত কামনা করতেন না।

একসময় মহারাজ অম্বরীষ একাদশী এবং দ্বাদশীব্রত পালন করে বৃন্দাবনে ভগবানের আরাধনা করছিলেন। দ্বাদশীর দিন যখন তিনি দ্বাদশীর পারণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন দুর্বাসা মুনি তাঁর গৃহে এসে অতিথি হয়েছিলেন। রাজা অম্বরীষ শ্রদ্ধা সহকারে দুর্বাসা মুনিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, এবং দুর্বাসা মুনি সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে দ্বিপ্রহরে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হয়। তখন মহারাজ অম্বরীষ দ্বাদশীর পারণের সময় চলে যাচ্ছে দেখে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে, কেবল ব্রত ভঙ্গ করার জন্য একটু জল পান করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি তাঁর যোগবলে তা জানতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে মহারাজ অম্বরীষকে তিরস্কার করতে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, এবং অবশেষে তিনি তাঁর জটা থেকে কালাগ্নিতুল্য একটি অসুর সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান কিন্তু সর্বদাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন, এবং অম্বরীষ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি সুদর্শন চক্র প্রেরণ করেন। সুদর্শন তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিতুল্য অসুরটিকে সংহার করে অম্বরীষ মহারাজের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ দুর্বাসার প্রতি ধাবিত হন। দুর্বাসা ভয়ে ব্রহ্মলোক, শিবলোক আদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে গমন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সুদর্শন চক্রের রোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন, কিন্তু ভগবান নারায়ণও বৈষ্ণব অপরাধীকে কৃপা করেন না। সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে হলে, যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়েছে তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই। এইভাবে নারায়ণ দুর্বাসাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরঃ কবিম্ ।
যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নাভাগঃ**—নাভাগ; **নভগ-অপত্যম্**—মহারাজ নভগের পুত্র ছিলেন; **যম্**—যাঁকে; **ততম্**—পিতা; **ভ্রাতরঃ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা;

কবিম্—বিদ্বান; **যবিষ্ঠম্**—কনিষ্ঠ; **ব্যভজন্**—বিভাগ করেছিলেন; **দায়ম্**—সম্পত্তি; **ব্রহ্মচারিণম্**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন অবলম্বন করে; **আগতম্**—ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর ভাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য আর ফিরে আসবেন না। অতএব তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্পত্তির কোন অংশ না রেখেই নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিয়েছিলেন। নাভাগ যখন তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পিতাকে তাঁর সম্পত্তির অংশ বলে নির্দেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার। এক শ্রেণীর ব্রহ্মচারী গৃহে ফিরে এসে পত্নীর পাণি গ্রহণ করে গৃহস্থ হন, কিন্তু অন্য প্রকার ব্রহ্মচারী যাঁদের বলা হয় *বৃহদ্ব্রত*, তাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করার ব্রত গ্রহণ করেন। *বৃহদ্ব্রত* ব্রহ্মচারীরা তাঁদের গুরুগৃহ থেকে আর গৃহে ফিরে আসেন না। তাঁরা সেখানেই থাকেন এবং তারপর ব্রহ্মচর্য-আশ্রম থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যেহেতু নাভাগ তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসেননি, তাই তাঁর ভাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি *বৃহদ্ব্রত-ব্রহ্মচর্য* গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্পত্তির কোন অংশ রাখেননি, এবং যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পিতাকেই তাঁর অংশরূপে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২

ভ্রাতরোঽভাঙ্ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব ।
ত্বাং মমার্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুর্মা পুত্রক তদাদৃথাঃ ॥ ২ ॥

ভ্রাতরঃ—হে ভ্রাতাগণ; **অভাঙ্ক্ত**—পিতৃধনের অংশ; **কিম্**—কি; **মহ্যম্**—আমাকে; **ভজাম**—আমরা অংশরূপে নির্দিষ্ট করেছি; **পিতরম্**—পিতাকে; **তব**—তোমার অংশরূপে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **মম**—আমার; **আর্যাঃ**—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **তত**—হে পিতা; **অভাঙ্ক্ষুঃ**—অংশরূপে প্রদান করেছে; **মা**—করো না; **পুত্রক**—হে প্রিয় পুত্র; **তৎ**—এই উক্তি; **আদৃথাঃ**—গুরুত্ব।

অনুবাদ

নাভাগ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে ভ্রাতাগণ, আমার জন্য আপনারা পিতার সম্পত্তির অংশস্বরূপ কি রেখেছেন?" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা তোমার অংশস্বরূপ আমাদের পিতাকে রেখেছি।" কিন্তু নাভাগ যখন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পিতৃদেব, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আপনাকে আমার সম্পত্তির অংশরূপে প্রদান করেছেন," তখন তাঁর পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে বৎস! তাদের সেই উক্তি প্রতারণামূলক, তাদের সেই বাক্যে বিশ্বাস করো না। আমি তোমার সম্পত্তির অংশ নই।"

শ্লোক ৩

ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেঽদ্য সুমেধসঃ ।
ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্মণি ॥ ৩ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার গোত্রসম্ভূত; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **আসতে**—অনুষ্ঠান করছেন; **অদ্য**—আজ; **সুমেধসঃ**—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **ষষ্ঠম্**—ষষ্ঠ; **ষষ্ঠম্**—ষষ্ঠ; **উপেত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **অহঃ**—দিন; **কবে**—হে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ; **মুহ্যন্তি**—মোহিত হন; **কর্মণি**—সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে।

অনুবাদ

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিরা এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু যদিও তাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তবুও তাঁরা ষষ্ঠ দিবসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মোহপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে ভুল করবেন।

তাৎপর্য

নাভাগ ছিলেন অত্যন্ত সরল হৃদয়। তাই তিনি যখন তাঁর পিতার কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত পরামর্শ দেন যে, তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি যেন অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিদের যজ্ঞে গিয়ে তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত্রুটির সুযোগ নেন।

শ্লোক ৪-৫

তাংস্ত্বং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ ।
তে স্বর্যন্তো ধনং সত্রপরিশেষিতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

দাস্যন্তি তেঽথ তানর্চ্ছ তথা স কৃতবান্ যথা ।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

তান্—তাঁদের; **ত্বম্**—তুমি; **শংসয়**—বর্ণনা করো; **সূক্তে**—বৈদিক মন্ত্র; **দ্বে**—দুটি; **বৈশ্বদেবে**—ভগবান বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয়; **মহাত্মনঃ**—মহাত্মাদের; **তে**—তাঁরা; **স্বঃ যন্তঃ**—তাঁদের গন্তব্যস্থল স্বর্গলোকে যাওয়ার সময়; **ধনম্**—ধন; **সত্র-পরিশেষিতম্**—যজ্ঞের অবশিষ্ট; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি; **দাস্যন্তি**—দান করবেন; **তে**—তোমাকে; **অথ**—অতএব; **তান্**—তাঁদের; **অর্চ্ছ**—সেখানে যাও; **তথা**—এইভাবে (তাঁর পিতার নির্দেশ অনুসারে); **সঃ**—তিনি (নাভাগ); **কৃতবান্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **যথা**—তাঁর পিতার উপদেশ অনুসারে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোকে; **তে**—তাঁরা সকলে; **সত্র-পরিশেষণম্**—যজ্ঞের অবশিষ্ট।

অনুবাদ

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—তুমি সেই মহাত্মাদের কাছে যাও এবং বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুটি বৈদিক মন্ত্র বর্ণনা করো। সেই মহর্ষিরা যজ্ঞ সমাপ্ত হলে যখন স্বর্গলোকে যাবেন, তখন তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে প্রদান করবেন। অতএব তুমি সেখানে যাও। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, এবং অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিরা তাঁকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ ।
উবাচোত্তরতোঽভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু ॥ ৬ ॥

তম্—নাভাগকে; **কশ্চিৎ**—কোন; **স্বীকরিষ্যন্তম্**—সেই মহর্ষিদের প্রদত্ত ধন তিনি যখন গ্রহণ করছিলেন; **পুরুষঃ**—এক ব্যক্তি; **কৃষ্ণ-দর্শনঃ**—কৃষ্ণবর্ণ; **উবাচ**—বলেছিলেন; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিক থেকে; **অভ্যেত্য**—এসে; **মম**—আমার; **ইদম্**—এই সমস্ত; **বাস্তুকম্**—যজ্ঞের অবশেষ; **বসু**—সমস্ত ধন।

অনুবাদ

তারপর, নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উত্তর দিক থেকে এসে তাঁকে বলেছিলেন, "এই যজ্ঞভূমির সমস্ত ধন আমার।"

শ্লোক ৭

মমেদমৃষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ ।
স্যান্নৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং যথা ॥ ৭ ॥

মম—আমার; **ইদম্**—এই সমস্ত; **ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদান করা হয়েছে; **ইতি**—এই প্রকার; **তর্হি**—অতএব; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মানবঃ**—নাভাগ; স্যাৎ—হোক; **নৌ**—আমাদের; **তে**—তোমার; **পিতরি**—পিতাকে; **প্রশ্নঃ**—একটি প্রশ্ন; **পৃষ্টবান্**—তিনিও জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **যথা**—অনুরোধ অনুসারে।

অনুবাদ

নাভাগ তখন বলেছিলেন, "এই ধন আমার। ঋষিরা আমাকে এগুলি দান করেছেন। নাভাগ সেই কথা বললে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি বললেন, "চলো, আমরা তোমার পিতার কাছে যাই এবং তাঁকে আমাদের এই মতবিরোধের মীমাংসা করতে বলি।" সেই বাক্য অনুসারে নাভাগ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ ক্বচিৎ ।
চক্রুর্হি ভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্বমর্হতি ॥ ৮ ॥

যজ্ঞ-বাস্তু-গতম্—যজ্ঞভূমির; **সর্বম্**—সব কিছু; **উচ্ছিষ্টম্**—অবশেষ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও (দক্ষযজ্ঞে); **চক্রুঃ**—করেছিলেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভাগম্**—অংশ; **রুদ্রায়**—রুদ্রকে; **সঃ**—তা; **দেবঃ**—দেবতা; **সর্বম্**—সব কিছু; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—ঋষিরা দক্ষযজ্ঞে সব কিছু রুদ্রের অংশ বলে বিবেচনা করে তাঁকে তা নিবেদন করেছিলেন, তাই যজ্ঞভূমিগত সমস্ত বস্তুই শিবের।

শ্লোক ৯

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্ ।
ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মঞ্ছিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ৯ ॥

নাভাগঃ—নাভাগ; **তম্**—তাঁকে (রুদ্রদেবকে); **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **তব**—আপনার; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **বাস্তুকম্**—যজ্ঞভূমির সব কিছুই; **ইতি**—এই প্রকার; **আহ**—বলেছিলেন; **মে**—আমার; **পিতা**—পিতা; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **শিরসা**—আমার মস্তক অবনত করে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **প্রসাদয়ে**—আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি।

অনুবাদ

তখন রুদ্রকে প্রণতি নিবেদন করে নাভাগ বলেছিলেন—হে পরমপূজ্য প্রভু! এই যজ্ঞভূমির সব কিছুই আপনার। আমার পিতা সেই কথাই আমাকে বলেছেন। এখন আমি অবনত মস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি।

শ্লোক ১০

যৎ তে পিতাবদদ্ ধর্মং ত্বং চ সত্যং প্রভাষসে ।
দদামি তে মন্ত্রদৃশো জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০ ॥

যৎ—যা; **তে**—তোমার; **পিতা**—পিতা; **অবদৎ**—বলেছেন; **ধর্মম্**—সত্য; **ত্বম্ চ**—তুমিও; **সত্যম্**—সত্য; **প্রভাষসে**—বলছ; **দদামি**—আমি দান করব; **তে**—তোমাকে; **মন্ত্র-দৃশঃ**—মন্ত্রজ্ঞ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **সনাতনম্**—শাশ্বত।

অনুবাদ

রুদ্র বললেন—তোমার পিতা যা বলেছেন তা সত্য, এবং তুমিও সত্য কথাই বলছ। অতএব আমি মন্ত্রজ্ঞ, তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান দান করব।

শ্লোক ১১

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্ ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো রুদ্রো ভগবান্ ধর্মবৎসলঃ ॥ ১১ ॥

গৃহাণ—গ্রহণ কর; **দ্রবিণম্**—সমস্ত ধন; **দত্তম্**—(আমি তোমাকে) প্রদান করলাম; **মৎ-সত্র-পরিশেষিতম্**—আমার যজ্ঞাবশিষ্ট; **ইতি উক্ত্বা**—এই কথা বলে; **অন্তর্হিতঃ**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **রুদ্রঃ**—শিব; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান দেবতা; **ধর্ম-বৎসলঃ**—ধর্মানুরাগী।

অনুবাদ

রুদ্র বলেছিলেন, "এখন তুমি এই যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন গ্রহণ কর, কারণ আমি তোমাকে তা দান করছি।" সেই কথা বলে ধর্মানুরাগী শিব সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ং চ সুসমাহিতঃ ।
কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিং চৈব তথাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই ঘটনা; **সংস্মরেৎ**—স্মরণ করেন; **প্রাতঃ**—প্রভাতে; **সায়ম্ চ**—এবং সন্ধ্যাবেলায়; **সুসমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **কবিঃ**—বিদ্বান; **ভবতি**—হন; **মন্ত্রজ্ঞঃ**—বৈদিক মন্ত্রে অভিজ্ঞ; **গতিম্**—গতি; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তথা আত্মনঃ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা পুরুষের মতো।

অনুবাদ

এই আখ্যানটি যিনি মনোযোগ সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে বিদ্বান ও মন্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

শ্লোক ১৩

নাভাগাদম্বরীষোঽভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী ।
নাস্পৃশদ্ ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥

নাভাগাৎ—নাভাগ থেকে; **অম্বরীষঃ**—মহারাজ অম্বরীষ; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **মহা-ভাগবতঃ**—পরম ভাগবত; **কৃতী**—অত্যন্ত সুকৃতিসম্পন্ন; **ন অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করতে পারেনি; **ব্রহ্ম-শাপঃ অপি**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ পর্যন্ত; **যম্**—যাঁকে (অম্বরীষ মহারাজকে); **ন**—না; **প্রতিহতঃ**—বিফল; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

নাভাগ থেকে মহারাজ অম্বরীষের জন্ম হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন একজন মহাভাগবত এবং সুকৃতিবান পুরুষ। যদিও তিনি এক মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও সেই ব্রহ্মশাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

শ্লোক ১৪

শ্রীরাজোবাচ

ভগবঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।
ন প্রাভূদ্ যত্র নির্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; **ভগবন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **শ্রোতুম্ ইচ্ছামি**—আমি আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষি অম্বরীষের; **তস্য**—তাঁর; **ধীমতঃ**—যিনি ছিলেন এমনই এক মহান ধীর ব্যক্তি; **ন**—না; **প্রাভূৎ**—করতে পারতেন; **যত্র**—যাঁর উপর (মহারাজ অম্বরীষ); **নির্মুক্তঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **ব্রহ্ম-দণ্ডঃ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **দুরত্যয়ঃ**—যার প্রভাব এড়ানো অসম্ভব।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে মহাত্মন্, মহারাজ অম্বরীষ নিশ্চয়ই ছিলেন অতি উন্নত চরিত্র এবং সুবুদ্ধিমান। আমি তাঁর কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত অভিশাপও তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

শ্লোক ১৫-১৬

শ্রীশুক উবাচ

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ।
অব্যয়াং চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবং চাতুলং ভুবি ॥ ১৫ ॥
মেনেঽতিদুর্লভং পুংসাং সর্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্ ।
বিদ্বান্ বিভবনির্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অম্বরীষঃ**—মহারাজ অম্বরীষ; **মহা-ভাগঃ**—মহাভাগ্যবান রাজা; **সপ্ত-দ্বীপবতীম্**—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত; **মহীম্**—সমগ্র পৃথিবী; **অব্যয়াম্ চ**—এবং অক্ষয়; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **বিভবম্ চ**—এবং ঐশ্বর্য; **অতুলম্**—অসীম; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **মেনে**—তিনি স্থির করেছিলেন; **অতি-দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; **পুংসাম্**—বহু মানুষের; **সর্বম্**—সব কিছু (তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন); **তৎ**—তা; **স্বপ্ন-সংস্তুতম্**—স্বপ্নের মতো; **বিদ্বান্**—পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **বিভব-নির্বাণম্**—সেই ঐশ্বর্যের বিনাশ; **তমঃ**—অজ্ঞান; **বিশতি**—পতিত হয়; **যৎ**—যে কারণে; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম সৌভাগ্যবান মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর আধিপত্য এবং অক্ষয় ঐশ্বর্য ও অন্তহীন সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। যদিও এই প্রকার পদ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ, তবুও মহারাজ অম্বরীষের তাতে একটুও আসক্তি ছিল না। কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই প্রকার সমস্ত ঐশ্বর্যই জড়-জাগতিক। স্বপ্নের মতো অলীক এই ঐশ্বর্য চরমে বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাজা ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, কোন অভক্ত যখন এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে তমোগুণের গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

ভক্তের কাছে ঐশ্বর্য নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু অভক্তের কাছে সেই জড় ঐশ্বর্য দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বন্ধনের কারণ। ভক্ত জানেন যে, এই জড় জগতের সব কিছুই অনিত্য, কিন্তু অভক্ত এই অনিত্য তথাকথিত সুখকেই সর্বস্ব বলে মনে করে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিস্মৃত হয়। তার ফলে অভক্তের পক্ষে জড় ঐশ্বর্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক।

শ্লোক ১৭

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু ।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবে—সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **তৎ-ভক্তেষু**—তাঁর ভক্তদের; **চ**—ও; **সাধুষু**—সাধুকে; **প্রাপ্তঃ**—যিনি লাভ করেছেন; **ভাবম্**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি; **পরম্**—চিন্ময়; **বিশ্বম্**—সমগ্র জড় জগৎ; **যেন**—যার দ্বারা (চিন্ময় চেতনার দ্বারা); **ইদম্**—এই; **লোষ্ট্রবৎ**—একটি মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ; **স্মৃতম্**—(এই প্রকার ভক্তদের দ্বারা) গ্রহণ করা হয়।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ভগবান শ্রীবাসুদেব এবং ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদের এক পরম ভক্ত। তাঁর এই ভক্তির প্রভাবে তিনি সমগ্র জড় জগৎকে একটি মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-২০

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ১৮ ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৯ ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে ।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ অম্বরীষ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনঃ**—তাঁর মন; **কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে (একাগ্রীভূত); **বচাংসি**—তাঁর বাণী; **বৈকুণ্ঠ-গুণ-অনুবর্ণনে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমা বর্ণনায়; **করৌ**—তাঁর হস্তদ্বয়; **হরেঃ মন্দির-মার্জন-আদিষু**—ভগবান শ্রীহরির মন্দির মার্জন আদি কার্যে; **শ্রুতিম্**—তাঁর কর্ণ; **চকার**—নিযুক্ত করেছিলেন; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **সৎ-কথা-উদয়ে**—তাঁর দিব্য লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণে; **মুকুন্দ-লিঙ্গ-আলয়-দর্শনে**—শ্রীমন্দিরে অথবা ধামে মুকুন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে; **দৃশৌ**—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **তৎ-ভৃত্য**—শ্রীকৃষ্ণের সেবকের; **গাত্র-স্পর্শে**—অঙ্গস্পর্শে; **অঙ্গ-সঙ্গমম্**—দেহের সংস্পর্শ; **ঘ্রাণম্ চ**—এবং তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **তৎ-পাদ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **সরোজ**—পদ্মের; **সৌরভে**—সৌরভ আঘ্রাণে; **শ্রীমৎ-তুলস্যাঃ**—তুলসীপত্রের; **রসনাম্**—তাঁর জিহ্বা; **তৎ-অর্পিতে**—ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণে; **পাদৌ**—তাঁর পদযুগল; **হরেঃ**—ভগবানের; **ক্ষেত্র**—বৃন্দাবন, দ্বারকা আদি তীর্থক্ষেত্র; **পদ-অনুসর্পণে**—সেই সমস্ত স্থানে ভ্রমণে; **শিরঃ**—তাঁর মস্তক; **হৃষীকেশ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের; **পদ-অভিবন্দনে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদনে; **কামম্ চ**—এবং তাঁর বাসনা; **দাস্যে**—দাসরূপে নিযুক্ত হয়ে; **ন**—না; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কাম-কাম্যয়া**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনায়; **যথা**—যেমন; **উত্তমশ্লোক-জন-আশ্রয়া**—প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের শরণাগত; **রতিঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

**মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে, তাঁর বাণী ভগবানের মহিমা বর্ণনায়, তাঁর হস্তদ্বয় মন্দির মার্জনে, তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে, তাঁর চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং মথুরা-বৃন্দাবন আদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনে, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শনে, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর রসনা কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর চরণদ্বয় তীর্থস্থান এবং ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর মস্তক ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর কামনাকে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা সম্পাদনে, নিযুক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু কামনা করেননি। তিনি তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাভ করে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার এটিই পন্থা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১) ভগবান বলেছেন—*ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ*। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নির্দেশনায় অথবা সরাসরিভাবে ভগবানের নির্দেশনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়। সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে কখনও তা শেখা যায় না। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা, যিনি তাঁকে তাঁর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার শিক্ষা দান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১) ভগবান বলেছেন—*অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু*। অর্থাৎ, কেউ যদি ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে চান, তা হলে তাঁকে মহারাজ অম্বরীষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত পন্থা অনুসরণ করতে হবে। বলা হয়েছে, *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশ বা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। এই শব্দগুলি এই শ্লোকগুলিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। *অচ্যুতসৎকথোদয়ে, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে*। *অচ্যুত* এবং *হৃষীকেশ* শব্দ দুটি *ভগবদ্গীতাতেও* ব্যবহৃত হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া কৃষ্ণকথা, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতও* কৃষ্ণকথা কারণ *শ্রীমদ্ভাগবতের* সমস্ত বর্ণনাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

শ্লোক ২১

এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ
পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে ।
সর্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং
তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে (ভক্তিময় জীবন যাপন করে); **সদা**—সর্বদা; **কর্ম-কলাপম্**—ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য কর্ম; **আত্মনঃ**—নিজের, ব্যক্তিগতভাবে (রাজারূপে); **পরে**—পরতত্ত্বে; **অধিযজ্ঞে**—পরম ভোক্তা পরমেশ্বরকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অধোক্ষজে**—জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত যিনি তাঁকে; **সর্ব-আত্ম-ভাবম্**—সর্বপ্রকার ভক্তি; **বিদধৎ**—সম্পাদন করে, নিবেদন করে; **মহীম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **তৎ-নিষ্ঠ**—যাঁরা ভগবানের বিশ্বস্ত ভক্ত; **বিপ্র**—এই প্রকার ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **অভিহিতঃ**—পরিচালিত; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর রাজকীয় কার্যকলাপের সমস্ত ফল পরতত্ত্ব, পরম ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করে, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে অনায়াসে পৃথিবী শাসন করতেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে বাস করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, এবং এখানে *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং শান্তির সূত্র প্রদান করেছেন—সকলেরই কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সারা জগতের পরম ঈশ্বর এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত কার্যকলাপের পরম ভোক্তারূপে জানা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আদর্শ উপদেশ দিয়েছেন, এবং অম্বরীষ মহারাজ একজন আদর্শ রাজার মতো বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে একজন বৈষ্ণবরূপে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ তাঁর বর্ণোচিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনে অত্যন্ত সুদক্ষ হলেও এবং বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী হলেও, বৈষ্ণব না হওয়া পর্যন্ত গুরু হতে পারেন না।

ষট্কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

অতএব, *তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ* পদটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অম্বরীষ মহারাজ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন, কারণ কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অথবা বৈদিক কর্মকাণ্ডে নিপুণ সাধারণ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ প্রদানের যোগ্য নন।

আধুনিক যুগে লোকসভা রয়েছে যার সদস্যদের রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু অম্বরীষ মহারাজের রাজ্যের এই বর্ণনা অনুসারে রাষ্ট্র অথবা সারা পৃথিবী এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত যার উপদেষ্টামণ্ডলী হচ্ছেন সমস্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ। এই প্রকার উপদেষ্টা বা লোকসভার সদস্যরা পেশাদারী রাজনীতিবিদ নন অথবা অজ্ঞ জনগণদের দ্বারা নির্বাচিত কোন ব্যক্তি নন। পক্ষান্তরে, তাঁরা রাজার দ্বারা মনোনীত। যখন ভগবদ্ভক্ত রাজা বা

রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করেন, তখন সকলেই শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেন। রাজা এবং তাঁর উপদেষ্টারা যখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হন, তখন সেই রাষ্ট্রে কখনও কোন অন্যায় হতে পারে না। সমস্ত নাগরিকদের কর্তব্য ভগবানের ভক্ত হওয়া এবং তা হলে তাঁদের সৎচরিত্র আপনা থেকেই বিকশিত হবে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

"যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদ্ভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) কৃষ্ণভক্ত রাজার পরিচালনায় নাগরিকেরাও কৃষ্ণভক্ত হন, এবং তখন আর রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন সংশোধন করার জন্য প্রতিদিন নতুন আইন তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। নাগরিকেরা যদি কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে তাঁরা আপনা থেকেই শান্তিপরায়ণ এবং সৎ হবেন, এবং তাঁরা যদি এমন একজন রাজার দ্বারা পরিচালিত হন যিনি ভগবদ্ভক্তের উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করেন, তখন আর সেই রাজ্য এই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তখন তা চিৎ-জগতে পরিণত হবে। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য অম্বরীষ মহারাজের আদর্শ শাসন-ব্যবস্থার এই বর্ণনা অনুসরণ করা।

শ্লোক ২২

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ ।
তন্তৈর্বসিষ্ঠাসিতগৌতমাদিভি-
র্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্ ॥ ২২ ॥

ঈজে—পূজিত; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **অধিযজ্ঞম্**—সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহা-বিভূত্যা**—মহা ঐশ্বর্যের দ্বারা; **উপচিত-অঙ্গ-দক্ষিণৈঃ**—সমস্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করার দ্বারা; **ততৈঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **বসিষ্ঠ-অসিত-গৌতম-আদিভিঃ**—বশিষ্ঠ, অসিত এবং গৌতম আদি ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ধন্বনি**—মরুভূমিতে; **অভিস্রোতম্**—নদীর জলের দ্বারা প্লাবিত; **অসৌ**—মহারাজ অম্বরীষ; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদীর তীরে।

অনুবাদ

মরুপ্রদেশে যেখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে অম্বরীষ মহারাজ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ মহা ঐশ্বর্য, উপযুক্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের যজমান রাজার প্রতিনিধিত্ব করে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রমুখ মহাত্মারা এই সমস্ত যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নামক সুদক্ষ ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয়। কলিযুগে কিন্তু এই প্রকার ব্রাহ্মণ নেই। তাই শাস্ত্রে কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ না থাকায় এই কলিযুগে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব, তাই তথাকথিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা অনর্থক অর্থব্যয় না করে বুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞ করেন। ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হলে অনাবৃষ্টি হবে (*যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*)। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যজ্ঞ না করা হলে অনাবৃষ্টি হবে এবং তার ফলে অন্নাভাব হয়ে দুর্ভিক্ষ হবে। তাই রাজার কর্তব্য শস্য উৎপাদনের জন্য অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। *অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*। অন্নাভাব হলে মানুষ এবং পশু উভয়েই অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, কারণ যজ্ঞের প্রভাবে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হবে। ব্রাহ্মণ এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতদের সুদক্ষ সেবার জন্য তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পদ উপহার দেওয়া উচিত। এই উপহারকে বলা হয় *দক্ষিণা*। রাজারূপে অম্বরীষ মহারাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, অসিত আদি মহাত্মাদের দ্বারা এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞের ব্যাপারে

আসক্ত না হয়ে স্বয়ং হরিভজনে নিযুক্ত থাকতেন, যে সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সব কিছু যে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং তাঁর কর্তব্য একজন আদর্শ ভক্ত হওয়া, যে দৃষ্টান্ত মহারাজ অম্বরীষ প্রদান করে গেছেন। মরুভূমিতেও যাতে শস্য উৎপাদন হয় তা দেখা রাজার কর্তব্য, অতএব অন্য স্থানের আর কি কথা।

শ্লোক ২৩

যস্য ক্রতুষু গীর্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ ।
তুল্যরূপাশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যাঁর (অম্বরীষ মহারাজের); **ক্রতুষু**—(তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত) যজ্ঞে; **গীর্বাণৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **সদস্যাঃ**—যজ্ঞের সদস্যগণ; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **জনাঃ**—এবং অন্যান্য সুদক্ষ ব্যক্তিরা; **তুল্য-রূপাঃ**—তুল্য দর্শন; **চ**—এবং; **অনিমিষাঃ**—দেবতাদের মতো পলকহীন নেত্রে; **ব্যদৃশ্যন্ত**—দর্শন করে; **সু-বাসসঃ**—সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ এবং পুরোহিতদের (বিশেষ করে হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা এবং অধ্বর্যুদের) ঠিক দেবতাদের মতো দেখাত। তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য সহকারে নিমেষহীন দৃষ্টিতে যজ্ঞ দর্শন করতেন।

শ্লোক ২৪

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ ।
শৃণ্বদ্ভিরুপগায়দ্ভিরুত্তমশ্লোকচেষ্টিতম্ ॥ ২৪ ॥

স্বর্গঃ—স্বর্গবাস; **ন**—না; **প্রার্থিতঃ**—বাসনা; **যস্য**—যাঁর (অম্বরীষ মহারাজের); **মনুজৈঃ**—নাগরিকদের দ্বারা; **অমর-প্রিয়ঃ**—দেবতাদেরও অত্যন্ত প্রিয়; **শৃণ্বদ্ভিঃ**—শ্রবণ-পরায়ণ; **উপগায়দ্ভিঃ**—এবং কীর্তন-পরায়ণ; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **চেষ্টিতম্**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজের রাজ্যের নাগরিকেরা ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করতেন। তাই তাঁরা দেবতাদেরও অত্যন্ত প্রিয় স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতেন না।

তাৎপর্য

ভগবানের নাম এবং তাঁর যশ, গুণ, রূপ, পরিকর ইত্যাদির শ্রবণ ও কীর্তনের অনুশীলন করার শিক্ষা লাভ করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত তিনি দেবতাদেরও বাঞ্ছিত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেন না।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা জীবনের কোন অবস্থা থেকেই কখনও ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮) ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই চিৎ-জগতে অবস্থিত। তাই তিনি অন্য কোন কিছুর বাসনা করেন না। তাই তাঁকে বলা হয় *অকাম*, কারণ ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন কামনা নেই। যেহেতু মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত, তাই তিনি তাঁর প্রজাদের এমনভাবে শিক্ষাদান করেছিলেন যে, তাঁরাও কোন জড় বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না, এমন কি তাঁরা স্বর্গসুখ লাভের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন না।

শ্লোক ২৫

সংবর্ধয়ন্তি যৎ কামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ ।
দুর্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ ॥ ২৫ ॥

সংবর্ধয়ন্তি—সুখবৃদ্ধি; **যৎ**—যেহেতু; **কামাঃ**—এই প্রকার বাসনা; **স্বা-রাজ্য**—ভগবানের সেবা করার স্বরূপে অবস্থিত; **পরিভাবিতাঃ**—এই প্রকার বাসনায় মগ্ন; **দুর্লভাঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **ন**—না; **অপি**—ও; **সিদ্ধানাম্**—সিদ্ধপুরুষদের; **মুকুন্দম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **হৃদি**—হৃদয়ে; **পশ্যতঃ**—নিরন্তর তাঁকে দর্শন করেন।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাঁরা সিদ্ধপুরুষদেরও যা পরম প্রাপ্তি সেই সমস্ত বিষয়েও আগ্রহী নন, কারণ হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে যে দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়, তার কাছে সিদ্ধপুরুষদের সিদ্ধিও নিতান্তই তুচ্ছ।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত কেবল স্বর্গসুখের প্রতি নিস্পৃহ নন, তিনি যোগসিদ্ধির প্রতিও নিতান্তই নিস্পৃহ। প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দ এবং অষ্ট যোগসিদ্ধি-জনিত আনন্দ (অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি ইত্যাদি) ভগবদ্ভক্তকে কোন রকম আনন্দ দিতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে ।
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ॥
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে ।
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(*চৈতন্যচন্দ্রামৃত* ৫)

ভক্ত যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ভগবানের চিন্ময় সেবা সম্পাদনের সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তাঁর কাছে ব্রহ্মসাযুজ্য নরকের মতো বলে মনে হয়, স্বর্গসুখ আকাশকুসুম সদৃশ বলে মনে হয়, এবং যোগসিদ্ধি বিষদাঁত রহিত সর্পের মতো বলে মনে হয়। যোগী তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*), তাই তাঁকে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথকভাবে সংযত করার চেষ্টা করতে হয় না। যারা বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে তা ইতিমধ্যেই সংযত হয়ে গেছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* (ভগবদ্গীতা ২/৫৯)। ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি জড় সুখের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, এবং জড় জগৎ যদিও দুঃখময়, তবুও ভক্ত এই জড় জগৎকেও চিন্ময় বলে মনে করেন, কারণ তিনি সব কিছুই ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন। চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের পার্থক্য কেবল সেবার মনোভাব। *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে*। যখন ভগবানের সেবা করার প্রবৃত্তি থাকে না, তখন সেই সমস্ত কার্যকলাপ জড়-জাগতিক।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৬)

যা ভগবানের সেবায় যুক্ত নয় তা জড়, কিন্তু তা বলে সেগুলি পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, সেগুলি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত করা কর্তব্য। একটি বিশাল অট্টালিকা তৈরি করতে এবং একটি মন্দির তৈরি করতে সমান উদ্যম থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, একটি জড় এবং অন্যটি চিন্ময়। জড় কার্যকলাপের সঙ্গে চিন্ময় কার্যকলাপের পার্থক্য বুঝতে না পেরে, সেগুলি ত্যাগ করা উচিত নয়। যা কিছু ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে যুক্ত নয়, তা জড়। কিন্তু যে ভক্ত সব কিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তিনি আর জড় জগতের প্রতি আসক্ত থাকেন না (*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*)।

শ্লোক ২৬

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ ।
স্বধর্মেণ হরিং প্রীণন্ সর্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি (অম্বরীষ মহারাজ); **ইত্থম্**—এইভাবে; **ভক্তিযোগেন**—ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা; **তপঃ-যুক্তেন**—সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা; **পার্থিবঃ**—রাজা; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **প্রীণন্**—প্রসন্ন করে; **সর্বান্**—সর্বপ্রকার; **কামান্**—জড় বাসনা; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই পৃথিবীর রাজা অম্বরীষ এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সর্বদা তাঁর স্বরূপে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তিনি ক্রমশ সর্বপ্রকার জড় বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে বিভিন্ন প্রকার কঠোর তপস্যা রয়েছে। যেমন, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় অবশ্যই নানা প্রকার শ্রম সাপেক্ষ কার্যকলাপ রয়েছে। *শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্যনানা-শৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জনাদৌ*। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ

সেবায় শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করা, মন্দির মার্জন করা, গঙ্গা এবং যমুনা থেকে জল সংগ্রহ করে আনা, নানা প্রকার নিয়মিত কার্য সম্পাদন করা, দিনে বহুবার আরতি করা, শ্রীবিগ্রহের জন্য উত্তম ভোগ রন্ধন করা, ভগবানের বসন তৈরি করা ইত্যাদি সমস্ত কার্যকলাপ অবশ্য কর্তব্য, এবং সেই জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তা অবশ্যই এক প্রকার তপস্যা। তেমনই, ভগবানের বাণী প্রচার করতে, দিব্য গ্রন্থাবলী ছাপাতে, নাস্তিকদের কাছে প্রচার করতে এবং দ্বারে দ্বারে গিয়ে গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম হয় (*তপো যুক্তেন*)। *তপো দিব্যং পুত্রকা*। এই প্রকার তপস্যার প্রয়োজন রয়েছে। *যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*। ভগবদ্ভক্তির এই প্রকার তপস্যার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়া যায় (*কামান্ শনৈর্জহ্যৌ*)। বস্তুতপক্ষে এই প্রকার তপস্যার প্রভাবে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির সংসারচক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৭

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু
দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু ।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদি-
ষ্বনন্তকোশেষ্বকরোদসন্মতিম্ ॥ ২৭ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **দারেষু**—পত্নীতে; **সুতেষু**—সন্তানে; **বন্ধুষু**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনে; **দ্বিপ-উত্তম**—শ্রেষ্ঠ হস্তীতে; **স্যন্দন**—সুন্দর রথে; **বাজি**—সর্বোত্তম অশ্বে; **বস্তুসু**—এই প্রকার সমস্ত বস্তুতে; **অক্ষয্য**—অক্ষয় ধন; **রত্ন**—মণি-রত্নে; **আভরণ**—অলঙ্কারে; **অম্বর-আদিষু**—এই প্রকার বসন এবং ভূষণে; **অনন্ত-কোশেষু**—অসীম ধনভাণ্ডারে; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **অসৎ-মতিম্**—অনাসক্তি।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, সুন্দর রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অক্ষয় ধনভাণ্ডারের প্রতি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সেগুলি নিতান্তই অনিত্য এবং তুচ্ছ জড় বিষয় বলে মনে করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ—ভগবানের সেবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু জড় সম্পদই গ্রহণ করা যেতে পারে। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জনম্।* ভগবানের বাণী প্রচার করার সময় তথাকথিত বহু জড় বস্তুর প্রয়োজন হয়। ভক্তের কখনও গৃহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, গাড়ি ইত্যাদির প্রতি কোন প্রকার আসক্তি থাকা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অম্বরীষ মহারাজের এই প্রকার সমস্ত বস্তুই ছিল, কিন্তু তিনি সেগুলির প্রতি আসক্ত ছিলেন না। এটিই ভক্তিযোগের প্রভাব। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তিতে যিনি উন্নতি সাধন করেছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় বিষয়ের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। কিন্তু প্রচারের জন্য, ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তিনি অনাসক্ত হয়ে এই সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন। *অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্লোক ২৮

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্ ।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (অম্বরীষ মহারাজকে); **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **চক্রম্**—তাঁর চক্র; **প্রত্যনীক-ভয়-আবহম্**—ভগবানের চক্র, যা ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **একান্ত-ভক্তি-ভাবেন**—ঐকান্তিক ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ভক্ত-অভিরক্ষণম্**—তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে তাঁর সুদর্শন চক্র প্রদান করেছিলেন, যা ভক্তদের সংরক্ষক, এবং যা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন বলে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন না। কিন্তু ভক্ত যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত, তাই

ভগবান সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)

ভক্ত সর্বদা ভগবানের সেবানন্দ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। তাই তিনি এই জড় জগতের কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই ভীত হন না। ভগবানও প্রতিজ্ঞা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে অর্জুন, তুমি সমগ্র জগতের কাছে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) ভক্তকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। এই চক্র অভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর (*প্রত্যনীকভয়াবহম্*)। তাই, মহারাজ অম্বরীষ যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর রাজ্য সব রকম ভয়-প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৯

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া ।
যুক্তঃ সাংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ২৯ ॥

আরিরাধয়িষুঃ—আরাধনা করার অভিলাষী; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **মহিষ্যা**—তাঁর মহিষী সহ; **তুল্য-শীলয়া**—যিনি ছিলেন মহারাজ অম্বরীষেরই মতো গুণবতী; **যুক্তঃ**—একত্রে; **সংবৎসরম্**—এক বৎসর যাবৎ; **বীরঃ**—রাজা; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **দ্বাদশী-ব্রতম্**—একাদশী এবং দ্বাদশী ব্রত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য অম্বরীষ মহারাজ তাঁরই মতো গুণবতী মহিষী সহ এক বৎসর কাল যাবৎ একাদশী এবং দ্বাদশীব্রত পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

একাদশীব্রত এবং দ্বাদশীব্রত পালন করার উদ্দেশ্য ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য নিয়মিতভাবে একাদশীব্রত পালন করা। অম্বরীষ মহারাজের মহিষীও তাঁরই মতো গুণসম্পন্না ছিলেন। তাই অম্বরীষ মহারাজের পক্ষে গৃহস্থজীবনে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে

তুল্যশীলয়া শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পত্নী যদি তাঁর পতির মতো সমগুণসম্পন্না না হন, তা হলে গৃহস্থজীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়। চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিয়েছেন যে, সেই প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের কর্তব্য গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

যাঁর গৃহে মাতা নেই এবং যাঁর পত্নী অপ্রিয়বাদিনী, তাঁর কর্তব্য তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে বনে গমন করা। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, তাই পত্নীর অবশ্য কর্তব্য পতির আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে সাহায্য করা।

শ্লোক ৩০

ব্রতান্তে কার্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ ।
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেঽর্চয়ৎ ॥ ৩০ ॥

ব্রত-অন্তে—ব্রতের অবসানে; **কার্তিকে মাসি**—কার্তিক মাসে; **ত্রি-রাত্রম্**—ত্রিরাত্রি; **সমুপোষিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে উপবাস করার পর; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **কদাচিৎ**—একসময়; **কালিন্দ্যাম্**—যমুনার তীরে; **হরিম্**—ভগবানকে; **মধুবনে**—বৃন্দাবনের মধুবনে; **অর্চয়ৎ**—ভগবানের অর্চনা করেছিলেন।

অনুবাদ

এক বছর ধরে ব্রত ধারণ করার পর, কার্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাস করে এবং তারপর যমুনায় স্নান করে, মহারাজ অম্বরীষ মধুবনে ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপস্করসম্পদা ।
অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্‌গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্ ।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥

মহা-অভিষেক-বিধিনা—শ্রীবিগ্রহের মহা অভিষেক বিধির দ্বারা; **সর্ব-উপস্কর-সম্পদা**—শ্রীবিগ্রহের অর্চনার সমস্ত উপকরণের দ্বারা; **অভিষিচ্য**—অভিষেক করার পর; **অম্বর-আকল্পৈঃ**—সুন্দর বস্ত্র এবং অলঙ্কারের দ্বারা; **গন্ধ-মাল্য**—সুগন্ধি ফুলমালার দ্বারা; **অর্হণ-আদিভিঃ**—এবং পূজার অন্যান্য উপকরণের দ্বারা; **তৎ-গত-অন্তর-ভাবেন**—ভক্তিভাবে আপ্লুত চিত্তে; **পূজয়াম্ আস**—তিনি আরাধনা করেছিলেন; **কেশবম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ব্রাহ্মণান্ চ**—এবং ব্রাহ্মণদের; **মহা-ভাগান্**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **সিদ্ধ-অর্থান্**—আত্মতৃপ্ত হওয়ার ফলে যাঁরা কোন প্রকার পূজার অপেক্ষা করেন না; **অপি**—যদিও; **ভক্তিতঃ**—পরম ভক্তি সহকারে।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ মহা অভিষেকের বিধি অনুসারে সর্বপ্রকার উপকরণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অভিষেক করেছিলেন, এবং তারপর সুন্দর বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধি ফুলমালা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং জড় বাসনাশূন্য মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩-৩৫

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং সুবাসসাম্ ।
পয়ঃশীলবয়োরূপবৎসোপস্করসম্পদাম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রাহিণোৎ সাধুবিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্বুদানিষট্ ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্বন্নং গুণবত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥
লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে ।
তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্ দুর্বাসা ভগবানভূৎ ॥ ৩৫ ॥

গবাম্—গাভীদের; **রুক্ম-বিষাণীনাম্**—যাদের শৃঙ্গ স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; **রূপ্য-অঙ্ঘ্রীণাম্**—যাদের খুর রূপার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; **সু-বাসসাম্**—অত্যন্ত সুন্দর বসনে সজ্জিত; **পয়ঃ-শীল**—প্রচুর দুগ্ধ প্রদানকারিণী; **বয়ঃ**—যৌবন; **রূপ**—সৌন্দর্য; **বৎস-উপস্কর-সম্পদাম্**—সুন্দর বৎস সমন্বিতা; **প্রাহিণোৎ**—দান করেছিলেন; **সাধু-বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মাদের; **গৃহেষু**—যাঁরা তাঁর গৃহে এসেছিলেন; **ন্যর্বুদানি**—দশ কোটি; **ষট্**—ছয়গুণ; **ভোজয়িত্বা**—তাঁদের ভোজন করিয়ে; **দ্বিজান্**

অগ্রে—প্রথমে ব্রাহ্মণদের; **স্বাদু অন্নম্**—অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য; **গুণবৎ-তমম্**—অতি সুস্বাদু; **লব্ধ-কামৈঃ**—সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা, যাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত; **অনুজ্ঞাতঃ**—তাঁদের অনুমতিক্রমে; **পারণায়**—দ্বাদশীব্রত পূর্ণ করার জন্য; **উপচক্রমে**—শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করার উপক্রম করেছিলেন; **তস্য**—তাঁর (অম্বরীষ মহারাজের); **তর্হি**—তৎক্ষণাৎ; **অতিথিঃ**—অতিথি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **অভূৎ**—অতিথিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহে সমাগত অতিথিদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁদের ষাট কোটি গাভী দান করেছিলেন, যাদের শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং যাদের খুর রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। সেই গাভীগুলি সুন্দর বস্ত্রে সুশোভিতা এবং দুগ্ধে পূর্ণ ছিল। তারা ছিল সুন্দর স্বভাব, যৌবন, রূপ এবং বৎস সমন্বিতা। সেই সমস্ত গাভী দান করার পর রাজা ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত সুস্বাদু আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন, এবং যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁর উপবাস ভঙ্গ করে একাদশীব্রত সমাপ্ত করার উপক্রম করেছিলেন। ঠিক তখন মহাশক্তিমান দুর্বাসা মুনি সেখানে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তমানর্চাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ ।
যযাচেঽভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

তম্—তাঁকে (দুর্বাসাকে); **আনর্চ**—পূজা করেছিলেন; **অতিথিম্**—অতিথিকে; **ভূপঃ**—রাজা (অম্বরীষ); **প্রত্যুত্থান**—উঠে দাঁড়িয়ে; **আসন**—আসন প্রদান করে; **অর্হণৈঃ**—এবং পূজার উপকরণের দ্বারা; **যযাচে**—অনুরোধ করেছিলেন; **অভ্যবহারায়**—আহার করার জন্য; **পাদ-মূলম্**—তাঁর পাদমূলে; **উপাগতঃ**—পতিত হয়ে।

অনুবাদ

অম্বরীষ মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বাসা মুনিকে স্বাগত জানিয়ে আসন প্রদান করেছিলেন এবং পূজার উপকরণের দ্বারা পূজা করেছিলেন। তারপর তাঁর পাদ সমীপে উপবিষ্ট হয়ে রাজা সেই মহর্ষিকে ভোজন করতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

প্রতিনন্দ্য স তাং যাচ্ঞাং কর্তুমাবশ্যকং গতঃ ।
নিমমজ্জ বৃহদ্ ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে ॥ ৩৭ ॥

প্রতিনন্দ্য—সানন্দে গ্রহণ করে; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **তাম্**—সেই; **যাচ্ঞাম্**—অনুরোধ; **কর্তুম্**—অনুষ্ঠান করতে; **আবশ্যকম্**—আবশ্যক কৃত্য; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **নিমমজ্জ**—জলে নিমগ্ন হয়ে; **বৃহৎ**—ব্রহ্ম; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **কালিন্দী**—যমুনার; **সলিলে**—জলে; **শুভে**—অত্যন্ত পবিত্র।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি সানন্দে অম্বরীষ মহারাজের অনুরোধ অঙ্গীকার করে, মধ্যাহ্নকালীন বিধি অনুষ্ঠান করার জন্য যমুনা নদীতে গমন করেছিলেন। সেখানে যমুনার পবিত্র জলে নিমগ্ন হয়ে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

মুহূর্তার্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি ।
চিন্তয়ামাস ধর্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্মসঙ্কটে ॥ ৩৮ ॥

মুহূর্ত-অর্ধ-অবশিষ্টায়াম্—যখন আর কেবল অর্ধ মুহূর্ত বাকি ছিল; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশীর; **পারণম্**—উপবাস ভঙ্গ করার; **প্রতি**—পালন করতে; **চিন্তয়াম্ আস**—চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন; **ধর্মজ্ঞঃ**—ধর্মতত্ত্ববিদ্; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **তৎ-ধর্ম**—সেই ধর্ম সম্পর্কে; **সঙ্কটে**—সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে।

অনুবাদ

দ্বাদশীর উপবাস পারণের যখন আর মাত্র অর্ধ মুহূর্ত বাকি ছিল, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ উপবাস ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছিল, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রাজা তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তখন কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে বিচার করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে ।
যৎ কৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ ॥ ৩৯ ॥

অম্ভসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্ ।
আহুরদ্ভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতং চ তৎ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ-অতিক্রমে—ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধায়; **দোষঃ**—অপরাধ; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশী তিথিতে; **যৎ**—যেহেতু; **অপারণে**—যথাসময়ে উপবাস ভঙ্গ না করায়; **যৎ কৃত্বা**—যা করার ফলে; **সাধু**—মঙ্গলজনক; **মে**—আমাকে; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **বা**—অথবা; **ন**—না; **মাম্**—আমাকে; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করতে পারে; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা; **কেবলেন**—কেবল; **অথ**—অতএব; **করিষ্যে**—আমি করব; **ব্রত-পারণম্**—ব্রত সমাপন; **আহুঃ**—বলা হয়েছে; **অপভক্ষণম্**—জলপান; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অশিতম্**—আহার করা; **ন অশিতম্ চ**—এবং আহার না করাও; **তৎ**—এই প্রকার কার্য।

অনুবাদ

রাজা বললেন, "ব্রাহ্মণকে অশ্রদ্ধা করা হলে মহা অপরাধ হয়। অথচ দ্বাদশীতে উপবাস ভঙ্গ না করলে ব্রতপালনে ত্রুটি হয়। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি মনে করেন যে, জলপান করে উপবাস ভঙ্গ করলে মঙ্গল হবে এবং অধর্ম হবে না, তা হলে আমি তাই করব।" এইভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদের মতে জলপান করা, ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই।

তাৎপর্য

মহারাজ অম্বরীষ যখন এই উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন, তখন তিনি উপবাস ভঙ্গ করবেন, না দুর্বাসা মুনির জন্য অপেক্ষা করবেন সেই সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। বৈষ্ণব কিন্তু পরম বুদ্ধিমান। তাই মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে নিজেই স্থির করেছিলেন যে, তিনি অল্প একটু জল পান করবেন, কারণ তার ফলে উপবাস ভঙ্গ করা হবে অথচ ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে না। বেদে বলা হয়েছে, *অপোঽশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতম্*। এই বৈদিক নির্দেশ ঘোষণা করে যে, জলপান করা ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই। কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, কোন কোন রাজনৈতিক নেতা যখন সত্যাগ্রহ পালন করে অনশন করে, তখন তারা কিন্তু জল খায়। জলপান করলে ভক্ষণ করা হবে না বলে বিবেচনা করে, মহারাজ অম্বরীষ কেবল একটু জলপান করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্ ।
প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি—এইভাবে; **অপঃ**—জল; **প্রাশ্য**—পান করে; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি অম্বরীষ; **চিন্তয়ন্**—বিচার করেছিলেন; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অচ্যুতম্**—ভগবানকে; **প্রত্যচষ্ট**—প্রতীক্ষা করতে লাগলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুরাজকুল-শ্রেষ্ঠ; **দ্বিজ-আগমনম্**—ব্রাহ্মণ যোগী দুর্বাসা মুনির প্রত্যাগমনের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—রাজা।

অনুবাদ

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! রাজর্ষি এইভাবে বিচার করে, তাঁর হৃদয়ে ভগবান অচ্যুতের ধ্যানপূর্বক একটু জলপান করে, তিনি মহাযোগী দুর্বাসা মুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪২

দুর্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ ।
রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া ॥ ৪২ ॥

দুর্বাসাঃ—দুর্বাসা মুনি; **যমুনা-কূলাৎ**—যমুনা নদীর তট থেকে; **কৃত**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **আবশ্যকঃ**—যার দ্বারা কর্তব্য কর্ম; **আগতঃ**—ফিরে এলে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **অভিনন্দিতঃ**—স্বাগত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **বুবুধে**—বুঝতে পেরেছিলেন; **চেষ্টিতম্**—আচরণ; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

মধ্যাহ্নকালীন কর্তব্য সমাপন করে দুর্বাসা মুনি যমুনার তট থেকে ফিরে এলে, রাজা তাঁকে পূজা করে স্বাগত জানালেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি তাঁর যোগশক্তির বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অনুমতি না নিয়ে জলপান করেছেন।

শ্লোক ৪৩

মন্যুনা প্রচলদ্গাত্রো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ ।
বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষতঃ ॥ ৪৩ ॥

মন্যুনা—মহাক্রোধে; **প্রচলৎ-গাত্রঃ**—তাঁর দেহ কম্পিত হতে লাগল; **ভ্রুকুটী**—ভ্রূর দ্বারা; **কুটিল**—বক্রভাব; **আননঃ**—মুখ; **বুভুক্ষিতঃ চ**—এবং ক্ষুধার্ত হয়ে; **সুতরাম্**—অত্যন্ত; **কৃত-অঞ্জলিম্**—কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান অম্বরীষ মহারাজকে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ক্রোধে দুর্বাসা মুনির দেহ কম্পিত হতে লাগল, তাঁর মুখ ভ্রূকুটির দ্বারা কুটিল ভাব ধারণ করল এবং ক্ষুধার্ত হয়ে ক্রুদ্ধভাবে তিনি কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৪

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য পশ্যত ।
ধর্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ ॥ ৪৪ ॥

অহো—হায়; **অস্য**—এই ব্যক্তির; **নৃ-শংসস্য**—এতই নিষ্ঠুর; **শ্রিয়া-উন্মত্তস্য**—ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত হয়ে; **পশ্যত**—তোমরা সকলে দেখ; **ধর্ম-ব্যতিক্রমম্**—ধর্ম লঙ্ঘন; **বিষ্ণোঃ অভক্তস্য**—যে বিষ্ণুভক্ত নয়; **ঈশ-মানিনঃ**—নিজেকেই সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ভগবান বলে মনে করে।

অনুবাদ

আহা! এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিটিকে দেখ, সে বিষ্ণুভক্ত নয়। তাঁর ধন এবং পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে সে নিজেকে ভগবান বলে মনে করছে। দেখ কিভাবে সে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দুর্বাসা মুনির এই উক্তিটির একটি গূঢ় অর্থ প্রদান করেছেন। দুর্বাসা মুনি নিষ্ঠুর অর্থে *নৃশংসস্য* শব্দটির ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই শব্দটির অর্থ করেছেন যে, রাজার চরিত্র সমস্ত মানুষদের দ্বারা কীর্তিত। তিনি বলেছেন *নৃ* শব্দটির অর্থ 'সমস্ত মানুষদের দ্বারা' এবং *শংসস্য* শব্দটির অর্থ 'যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়।' তেমনই, অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি তার ধনমদে মত্ত হয়, এবং তাই তাকে বলা হয় *শ্রিয়া*-উন্মত্তস্য, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার অর্থ করেছেন, মহারাজ অম্বরীষ যদিও ছিলেন অসীম

ঐশ্বর্যশালী রাজা তবুও তিনি অর্থের প্রতি লালায়িত ছিলেন না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই জড় ঐশ্বর্যের উন্মত্ততা অতিক্রম করেছিলেন। তেমনই, *ঈশমানিনঃ* শব্দটির অর্থ তিনি ভগবানের প্রতি এতই শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি একাদশীব্রত পারণের বিধি লঙ্ঘন করেননি। যদিও দুর্বাসা মুনি তা বুঝতে পারেননি, কারণ তিনি কেবল একটু জল পান করেছিলেন। এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অম্বরীষ মহারাজের সমস্ত কার্যকলাপের সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ ।
অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্ ॥ ৪৫ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **মাম্**—আমাকে; **অতিথিম্**—অতিথিকে; **আয়াতম্**—আগত; **আতিথ্যেন**—আতিথ্যের দ্বারা; **নিমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণ করে; **চ**—ও; **অদত্ত্বা**—(অন্ন) দান না করে; **ভুক্তবান্**—স্বয়ং ভোজন করেছে; **তস্য**—তার; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **তে**—তোমার; **দর্শয়ে**—আমি দর্শন করাব; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

মহারাজ অম্বরীষ, তুমি আমাকে তোমার অতিথিরূপে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করেছ, কিন্তু আমাকে ভোজন না করিয়ে তুমি নিজেই প্রথমে ভোজন করেছ। তোমার এই অন্যায় আচরণের ফল এখনই আমি তোমাকে দেখাব।

তাৎপর্য

ভক্ত কখনও তথাকথিত যোগীর দ্বারা পরাজিত হতে পারেন না। তা দুর্বাসা মুনির অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করার চেষ্টার ব্যর্থতার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। যে ব্যক্তি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নয়, তার কোন সদ্‌গুণ নেই, তা তিনি যোগীই হোন, জ্ঞানীই হোন অথবা সকাম কর্মী হোন। ভক্তই কেবল সর্ব অবস্থায় বিজয়ী হতে পারেন, যা অম্বরীষ মহারাজের প্রতি দুর্বাসার বিরোধিতার মাধ্যমে দেখা যাবে।

শ্লোক ৪৬

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ ।
তয়া স নির্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্ ॥ ৪৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রুবাণঃ**—বলে; **উৎকৃত্য**—উৎপাটন করে; **জটাম্**—চুলের গুচ্ছ; **রোষ-প্রদীপিতঃ**—ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে; **তয়া**—সেই জটার দ্বারা; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **নির্মমে**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তস্মৈ**—মহারাজ অম্বরীষকে দণ্ডদান করার জন্য; **কৃত্যাম্**—একটি অসুর; **কাল-অনল-উপমাম্**—কালাগ্নির মতো।

অনুবাদ

এইভাবে বলতে বলতে দুর্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর মস্তক থেকে জটা ছিন্ন করে, অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করার জন্য তাঁর দ্বারা কালাগ্নিতুল্য এক অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্ ।
বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ ॥ ৪৭ ॥

তাম্—সেই (অসুর); **আপতন্তীম্**—তাঁকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে; **জ্বলতীম্**—জ্বলন্ত অগ্নির মতো; **অসি-হস্তাম্**—অসিহস্তে; **পদা**—তাঁর পদবিক্ষেপের দ্বারা; **ভুবম্**—পৃথিবী; **বেপয়ন্তীম্**—কম্পিত করে; **সমুদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করেও; **ন**—না; **চচাল**—বিচলিত; **পদাৎ**—তাঁর স্থান থেকে; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

সেই জ্বলন্ত কৃত্যা তার হাতে অসি নিয়ে পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করতে করতে তাঁর দিকে আসছে দেখেও মহারাজ অম্বরীষ তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হলেন না।

তাৎপর্য

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)। নারায়ণের শুদ্ধ ভক্ত কোন বিপদেই ভীত হন না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার দ্বারা নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ভীত হননি, যদিও তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তাই, অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি ভক্তদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, ভগবদ্ভক্তের শিক্ষালাভ করা উচিত কিভাবে এই জগতে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও অবিচল থাকতে হয়। ভক্তরা প্রায়ই অভক্তদের দ্বারা নির্যাতিত হন, তবুও শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে, এই প্রকার বৈরীভাবাপন্ন পরিস্থিতিতেও বিচলিত হন না।

শ্লোক ৪৮

প্রাগ্‌দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা ।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রাক্ দিষ্টম্—পূর্বনির্দিষ্ট; **ভৃত্য-রক্ষায়াম্**—তাঁর ভৃত্যকে রক্ষা করার জন্য; **পুরুষেণ**—ভগবানের দ্বারা; **মহা-আত্মনা**—পরমাত্মার দ্বারা; **দদাহ**—ভস্মীভূত করেছিলেন; **কৃত্যাম্**—দুর্বাসা সৃষ্ট সেই অসুরটিকে; **তাম্**—তাকে; **চক্রম্**—সুদর্শনচক্র; **ক্রুদ্ধ**—ক্রুদ্ধ; **অহিম্**—সর্পকে; **ইব**—সদৃশ; **পাবকঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

দাবানল যেভাবে ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব থেকেই ভগবানের আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শন চক্রও সেইভাবে দুর্বাসাসৃষ্ট অসুরটিকে দগ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীষ মহারাজ এই প্রকার চরম বিপদেও তাঁর স্থান থেকে এক পাও নড়েননি। এমন কি তিনি আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করেননি। তিনি তাঁর উপলব্ধিতে স্থির ছিলেন, এবং তিনি তখন নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করছিলেন। ভক্ত কখনও মৃত্যুভয়ে ভীত হন না, কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের ধ্যান করেন, কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য নয়, তাঁর কর্তব্যরূপে। ভগবান কিন্তু জানেন কিভাবে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে হয়। *প্রাগ্‌দিষ্টম্* শব্দটির দ্বারা সূচিত হয় যে, ভগবান সব কিছুই জানেন। তাই, কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই, তিনি আয়োজন করেছিলেন তাঁর চক্রের দ্বারা মহারাজ অম্বরীষকে রক্ষা করতে। এইভাবে ভগবান তাঁর ভক্তকে ভক্তিজীবনের শুরু থেকেই রক্ষা করেন। *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি* (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৩১)। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে শুরু করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের দ্বারা সংরক্ষিত হন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (১৮/৬৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি*। ভক্তিজীবনের শুরু থেকেই ভগবান ভক্তদের রক্ষা করেন। ভগবান এতই কৃপাময় এবং ভক্তবৎসল যে, তিনি তাঁর ভক্তকে যথাযথভাবে পরিচালিত করেন এবং রক্ষা করেন। তার ফলে ভক্ত অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অবিচলিত চিত্তে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে

থাকেন। ক্রুদ্ধ সর্প দংশন করতে উদ্যত হতে পারে, কিন্তু দাবানল যখন সেই সর্পকে দগ্ধ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে যায়। ভক্তের শত্রু অত্যন্ত বলবান হতে পারে, কিন্তু চরমে তাঁর অবস্থা হয় দাবানলে দগ্ধ ক্রুদ্ধ সর্পের মতো।

শ্লোক ৪৯

তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য স্বপ্রয়াসং চ নিষ্ফলম্ ।
দুর্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া ॥ ৪৯ ॥

তৎ—সেই চক্রের; **অভিদ্রবৎ**—তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **স্ব-প্রয়াসম্**—তাঁর প্রচেষ্টা; **চ**—এবং; **নিষ্ফলম্**—বিফল হয়েছে; **দুর্বাসাঃ**—দুর্বাসা মুনি; **দুদ্রুবে**—পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন; **ভীতঃ**—অত্যন্ত ভীত হয়ে; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **প্রাণ-পরীপ্সয়া**—প্রাণ রক্ষার জন্য।

অনুবাদ

দুর্বাসা যখন দেখলেন যে, তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই চক্র দ্রুতবেগে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

তমন্বধাবদ্ ভগবদ্রথাঙ্গং
দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্ ।
তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ ॥ ৫০ ॥

তম্—দুর্বাসাকে; **অন্বধাবৎ**—অনুসরণ করতে লাগলেন; **ভগবৎ-রথ-অঙ্গম্**—ভগবানের রথের চক্র; **দাবাগ্নিঃ**—দাবানলের মতো; **উদ্ধূত**—প্রজ্বলিত; **শিখঃ**—শিখা সমন্বিত; **যথা অহিম্**—সর্পকে যেভাবে অনুসরণ করে; **তথা**—তেমনইভাবে; **অনুষক্তম্**—যেন দুর্বাসা মুনির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে; **মুনিঃ**—মুনি; **ঈক্ষমাণঃ**—তা দর্শন করে; **গুহাম্**—গুহায়; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন; **প্রসসার**—দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিলেন; **মেরোঃ**—মেরু পর্বতের।

অনুবাদ

দাবানলের প্রজ্বলিত শিখা যেভাবে সর্পকে অনুসরণ করে, ভগবানের চক্রও সেইভাবে দুর্বাসা মুনিকে অনুসরণ করতে লাগল। দুর্বাসা মুনি দেখেছিলেন যে, সেই চক্র প্রায় তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে, এবং তার ফলে তিনি সুমেরু পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার বাসনায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১

দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্
লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ ।
যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র
সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ ॥ ৫১ ॥

দিশঃ—সর্বদিক; **নভঃ**—আকাশে; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবীতে; **বিবরান্**—গুহায়; **সমুদ্রান্**—সমুদ্রে; **লোকান্**—সমস্ত স্থানে; **স-পালান্**—লোকপালদের; **ত্রিদিবম্**—স্বর্গলোকে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **যতঃ যতঃ**—যেখানেই; **ধাবতি**—তিনি গিয়েছিলেন; **তত্র তত্র**—সেখানেই; **সুদর্শনম্**—ভগবানের চক্র; **দুষ্প্রসহম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **দদর্শ**—দুর্বাসা মুনি দেখেছিলেন।

অনুবাদ

দুর্বাসা মুনি আত্মরক্ষার জন্য সর্বদিকে, আকাশে, পৃথিবীতে, গুহায়, সমুদ্রে, ত্রিভুবনের লোকপালদের লোকে এবং স্বর্গে গমন করেছিলেন। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি দেখেছিলেন যে, অসহ্য তেজোময় সুদর্শন চক্র তাঁকে অনুসরণ করছে।

শ্লোক ৫২

অলব্ধনাথঃ স সদা কুতশ্চিৎ
সংত্রস্তচিত্তোঽরণমেষমাণঃ ।
দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্ বিধাত-
স্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিততেজসো মাম্ ॥ ৫২ ॥

অলব্ধ-নাথঃ—কোন রক্ষকের আশ্রয় না পেয়ে; **সঃ**—দুর্বাসা মুনি; **সদা**—সর্বদা; **কুতশ্চিৎ**—কোনখানে; **সন্ত্রস্তচিত্তঃ**—ভীতচিত্ত; **অরণম্**—আশ্রয় প্রদান করতে পারে যে ব্যক্তি; **এষমাণঃ**—অন্বেষণ করে; **দেবম্**—প্রধান দেবতা; **বিরিঞ্চম্**—ব্রহ্মা; **সমগাৎ**—গমন করে; **বিধাতঃ**—হে বিধাতা; **ত্রাহি**—দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন; **আত্ম-যোনে**—হে ব্রহ্মা; **অজিত-তেজসঃ**—ভগবান অজিতের তেজ থেকে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

ভীত চিত্তে দুর্বাসা আশ্রয়ের অন্বেষণ করতে করতে সর্বত্র গমন করেছিলেন, কিন্তু কোথাও তিনি আশ্রয় পাননি। অবশেষে তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "হে বিধাতা! হে ব্রহ্মা! দয়া করে আপনি ভগবানের জ্বলন্ত সুদর্শন চক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্লোক ৫৩-৫৪

শ্রীব্রহ্মোবাচ

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্ধসংজ্ঞে ।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ ।
সর্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্ধ্ন্যার্পিতং লোকহিতং বহামঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **স্থানম্**—যে স্থানে আমি রয়েছি; **মদীয়ম্**—আমার বাসস্থান ব্রহ্মলোক; **সহ**—সহ; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **এতৎ**—এই; **ক্রীড়া-অবসানে**—ভগবানের লীলার অবসানে; **দ্বি-পরার্ধ-সংজ্ঞে**—দ্বিপরার্ধ পরিমিত কাল; **ভ্রূভঙ্গ-মাত্রেণ**—কেবল তাঁর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সন্দিধক্ষোঃ**—ভগবান যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করতে ইচ্ছা করেন; **কাল-আত্মনঃ**—কালরূপী; **যস্য**—যাঁর; **তিরোভবিষ্যতি**—তিরোহিত হবে; **অহম্**—আমি; **ভবঃ**—শিব; **দক্ষ**—প্রজাপতি দক্ষ; **ভৃগু**—মহর্ষি ভৃগু; **প্রধানাঃ**—প্রমুখ; **প্রজা-ঈশ**—প্রজাপতিগণ; **ভূত-ঈশ**—

জীবদের নিয়ন্তা; **সুর-ঈশ**—দেবতাদের নিয়ন্তা; **মুখ্যাঃ**—প্রমুখ; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **বয়ম্**—আমরাও; **যৎ-নিয়মম্**—যাঁর নিয়মের দ্বারা; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত; **মূর্ধ্ন্যাঃ অর্পিতম্**—আমাদের মস্তক অবনত করে; **লোক-হিতম্**—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য; **বহামঃ**—সমস্ত জীবদের শাসনকারী আদেশ পালন করি।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—দ্বিপরার্ধ কালের অবসানে ভগবানের লীলা যখন সমাপ্ত হয়, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা আমাদের বাসস্থান সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, মানব-সমাজের শাসকবর্গ এবং দেবতাদের শাসকবর্গ—আমরা সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত এবং সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ পালন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৩৪) বলা হয়েছে, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—ভগবান মৃত্যুরূপে বা কালরূপে এসে সব কিছু হরণ করে নেন। পক্ষান্তরে, ঐশ্বর্য, খ্যাতি আদি সমস্ত সম্পদ ভগবান আমাদের প্রদান করেছেন কোন উদ্দেশ্যে। তাই শরণাগত ব্যক্তির কর্তব্য ভগবানের আদেশ পালন করা। কেউই তাঁকে অমান্য করতে পারে না। এইভাবে ব্রহ্মা দুর্বাসাকে ভগবানের প্রেরিত সুদর্শন চক্র থেকে তাঁকে রক্ষা করতে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ ।
দুর্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্বং কৈলাসবাসিনম্ ॥ ৫৫ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ—প্রত্যাখ্যাত হয়ে; **বিরিঞ্চেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **বিষ্ণু-চক্র-উপতাপিতঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জ্বলন্ত চক্রের দ্বারা দগ্ধ হয়ে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **শরণম্**—শরণ গ্রহণ করার জন্য; **যাতঃ**—গিয়েছিলেন; **শর্বম্**—শিবের কাছে; **কৈলাস-বাসিনম্**—কৈলাসবাসী।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্রের তাপের দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্বাসা এইভাবে ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ
সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রী-শঙ্করঃ উবাচ—শ্রীশঙ্কর বললেন; **বয়ম্**—আমরা; **ন**—না; **তাত**—হে বৎস; **প্রভবামঃ**—সমর্থ; **ভূম্নি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যস্মিন্**—যাঁর; **পরে**—চিন্ময় স্তরে; **অন্যে**—অন্যরা; **অপি**—যদিও; **অজ**—ব্রহ্মা; **জীব**—জীবগণ; **কোশাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **ভবন্তি**—হতে পারে; **কালে**—যথাসময়ে; **ন**—না; **ভবন্তি**—হতে পারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ঈদৃশাঃ**—এই প্রকার; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **যত্র**—যেখানে; **বয়ম্**—আমরা; **ভ্রমামঃ**—ভ্রমণ করছি।

অনুবাদ

শ্রীশঙ্কর বললেন—হে বৎস! আমি, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যাঁরা আমাদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করি, ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি প্রদর্শন করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই, কারণ জীবগণ সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং অনন্ত ব্রহ্মা, শিব, এবং দেব-দেবী রয়েছেন। তাঁরা সকলে ভগবানের নির্দেশনায় এই জড় জগতে আবর্তিত হন। তাই ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারও নেই। শিবও দুর্বাসাকে রক্ষা করতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ তিনিও ভগবানের সুদর্শন চক্রের কিরণের অধীন।

শ্লোক ৫৭-৫৯

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম আসুরিঃ ॥ ৫৭ ॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ ।
বিদাম ন বয়ং সর্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥

তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্বিষহং হি নঃ ।
তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি ॥ ৫৯ ॥

অহম্—আমি; **সনৎ-কুমারঃ চ**—এবং চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনৎকুমার এবং সনন্দ); **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **ভগবান্ অজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা; **কপিলঃ**—দেবহূতির পুত্র কপিল; **অপান্তরতমঃ**—ব্যাসদেব; **দেবলঃ**—মহর্ষি দেবল; **ধর্মঃ**—যমরাজ; **আসুরিঃ**—মহর্ষি আসুরি; **মরীচি**—মহর্ষি মরীচি; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **চ**—ও; **অন্যে**—অন্যেরা; **সিদ্ধ-ঈশাঃ**—সিদ্ধশ্রেষ্ঠ; **পার-দর্শনাঃ**—সর্বজ্ঞ; **বিদামঃ**—বুঝতে পারেন; **ন**—না; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **সর্বে**—পূর্ণরূপে; **যৎ-মায়াম্**—যাঁর মায়া; **মায়য়া**—সেই মায়াশক্তির দ্বারা; **আবৃতাঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **বিশ্ব-ঈশ্বরস্য**—জগদীশ্বরের; **ইদম্**—এই; **শস্ত্রম্**—অস্ত্র (চক্র); **দুর্বিষহম্**—অসহ্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের; **তম্**—তাঁকে; **এবম্**—অতএব; **শরণম্ যাহি**—শরণ গ্রহণ কর; **হরিঃ**—ভগবান; **তে**—তোমার জন্য; **শম্**—কল্যাণ; **বিধাস্যতি**—বিধান করবেন।

অনুবাদ

ত্রিকালজ্ঞ আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরম পূজ্য ব্রহ্মা, কপিল (দেবহূতি পুত্র), অপান্তরতম (ব্যাসদেব), দেবল, যমরাজ, আসুরি, মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং অন্য বহু সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ার প্রভাব যে কি প্রকার তা জানতে পারি না। তাঁর সুদর্শন চক্র আমাদেরও দুর্বিষহ, সুতরাং তুমি সেই বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর শরণাগত হও। তিনি অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হয়ে তোমার কল্যাণ বিধান করবেন।

শ্লোক ৬০

ততো নিরাশো দুর্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ ।
বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৬০ ॥

ততঃ—তারপর; **নিরাশঃ**—নিরাশ হয়ে; **দুর্বাসাঃ**—মহাযোগী দুর্বাসা; **পদম্**—স্থানে; **ভগবতঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **বৈকুণ্ঠ-আখ্যম্**—বৈকুণ্ঠ নামক স্থানে; **যৎ**—যেখানে; **অধ্যাস্তে**—নিরন্তর বাস করেন; **শ্রীনিবাসঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী; **সহ**—সহ।

অনুবাদ

তারপর, শিবের কাছেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা মুনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন, যেখানে ভগবান শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবী সহ অবস্থান করেন।

শ্লোক ৬১

সংদহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা
তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ ।
আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো
কৃতাগসং মাবহি বিশ্বভাবন ॥ ৬১ ॥

সন্দহ্যমানঃ—তাপের দ্বারা দগ্ধ হয়ে; **অজিত-শস্ত্র-বহ্নিনা**—ভগবানের অস্ত্রের জ্বলন্ত অগ্নির দ্বারা; **তৎ-পাদ-মূলে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **পতিতঃ**—নিপতিত হয়ে; **স-বেপথুঃ**—কম্পিত কলেবরে; **আহ**—বলেছিলেন; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত ভগবান; **অনন্ত**—হে অনন্ত শক্তিমান; **সৎ-ঈপ্সিত**—হে সাধুদের বাঞ্ছিত; **প্রভো**—হে প্রভু; **কৃত-আগসম্**—মহা অপরাধী; **মা**—আমাকে; **অবহি**—রক্ষা করুন; **বিশ্ব-ভাবন**—সমগ্র জগতের শুভাকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

মহাযোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে, নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন। কম্পিত কলেবরে তিনি বলেছিলেন—হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বিশ্বপালক! আপনি সমস্ত ভক্তদের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। হে প্রভো! আমি মহা অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ৬২

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্ ।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥ ৬২ ॥

অজানতা—না জেনে; **তে**—আপনার; **পরম-অনুভাবম্**—অচিন্ত্য শক্তি; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অঘম্**—এক মহা অপরাধ; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রিয়াণাম্**—ভক্তের শ্রীচরণে; **বিধেহি**—যা করণীয় তা করুন; **তস্য**—এই অপরাধের; **অপচিতিম্**—প্রতিকার; **বিধাতঃ**—হে পরম নিয়ন্তা; **মুচ্যেত**—মুক্ত হতে পারে; **যৎ**—যাঁর; **নাম্নি**—নাম; **উদিতে**—যখন উদিত হয়; **নারকঃ অপি**—নরকে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিও।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অনন্ত শক্তির কথা না জেনে আমি আপনার অতি প্রিয় ভক্তের প্রতি অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনি সব কিছুই করতে পারেন। নরকে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকেও আপনি কেবল তার হৃদয়ে আপনার পবিত্র নাম জাগরিত করার মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ৬৩

শ্রীভগবানুবাচ

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **অহম্**—আমি; **ভক্ত-পরাধীনঃ**—আমার ভক্তের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্বতন্ত্রঃ**—আমি স্বতন্ত্র নই; **ইব**—ঠিক; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **সাধুভিঃ**—সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **গ্রস্ত-হৃদয়ঃ**—আমার হৃদয় নিয়ন্ত্রিত; **ভক্তৈঃ**—কারণ তাঁরা আমার ভক্ত; **ভক্ত-জন-প্রিয়ঃ**—আমি কেবল ভক্তেরই পরাধীন নই, আমার ভক্তের ভক্তেরও পরাধীন (ভক্তের ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়)।

অনুবাদ

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—আমি সম্পূর্ণভাবে আমার ভক্তের অধীন। প্রকৃতপক্ষে আমার কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাই আমি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করি। আমার ভক্তের কি কথা, যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব আদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান ব্যক্তিরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ভগবান সর্বতোভাবে তাঁর ভক্তের অধীন। কেন? কারণ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্য*; অর্থাৎ, তাঁর হৃদয়ে কোন রকম জড় বাসনা নেই। তাঁর একমাত্র বাসনা সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করা এবং কিভাবে ভগবানের সেবা করা যায় সেই কথা চিন্তা করা। এই দিব্যগুণের জন্য, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তদের প্রতি অতীব অনুকম্পা পরায়ণ, এবং কেবলমাত্র ভক্তগণই নন, ভক্তেরও ভক্তবৃন্দের প্রতি তিনি কৃপাময়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*। ভক্তের ভক্ত না হলে কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ* বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এইভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবক না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাস হতে। ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ ভক্তরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবক এবং যিনি নারদ, ব্যাসদেব ও শুকদেব গোস্বামীর সেবক, যেমন ষড়্গোস্বামীগণ, তিনি ভগবানের অধিক কৃপা লাভ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*—কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে সেই ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অনুকূল হন। ভক্তের নির্দেশ অনুসরণ করা সরাসরিভাবে ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৬৪

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা ।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ৬৪ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **আত্মানম্**—চিন্ময় আনন্দ; **আশাসে**—বাসনা করি; **মদ্ভক্তৈঃ**—আমার ভক্তদের সঙ্গে; **সাধুভিঃ**—মহাত্মাদের সঙ্গে; **বিনা**—তাঁদের ছাড়া; **শ্রিয়ম্**—আমার ষড়ৈশ্বর্য; **চ**—ও; **আত্যন্তিকীম্**—পরম; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যেষাম্**—যাঁদের; **গতিঃ**—গন্তব্য; **অহম্**—আমি হই; **পরা**—পরম।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যে সমস্ত মহাত্মাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, তাঁদের ছাড়া আমি আমার চিন্ময় আনন্দ এবং পরম ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চাই না।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তাঁর চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেন। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও বৃন্দাবনে পূর্ণ পুরুষোত্তম, তবুও তাঁর দিব্য আনন্দ বর্ধনের জন্য তিনি তাঁর ভক্ত গোপবালক এবং গোপিকাদের সহযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকে বর্ধিত করেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের সঙ্গসুখই উপভোগ করেন না। যেহেতু তিনি অসীম, তাই তিনি অন্তহীনভাবে তাঁর ভক্তদেরও বর্ধিত করেন। এইভাবে এই জড় জগতের অভক্ত এবং বিদ্বেষী জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। তিনি তাদের কাছে অনুরোধ করেন তারা যেন তাঁর শরণাগত হয়। যেহেতু তিনি অসীম, তাই তিনি অন্তহীনভাবে তাঁর ভক্ত সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে চান। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটি প্রচেষ্টা। ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রচেষ্টায় যে ভক্ত সহযোগিতা করেন, তিনি যে সরাসরিভাবে ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান যদিও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তবুও তিনি তাঁর ভক্তসঙ্গ ব্যতীত চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন না। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, একজন অতি ধনী ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হন, তা হলে তিনি সুখী হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, সুখ লাভের আশায় নিঃসন্তান ধনী ব্যক্তি কখনও কখনও দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। চিন্ময় আনন্দ উপভোগের বিশেষ জ্ঞানটি শুদ্ধ ভক্তের অবগত। তাই শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় আনন্দ বর্ধনে যত্নশীল।

শ্লোক ৬৫

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৬৫ ॥

যে—আমার যে সমস্ত ভক্ত; **দার**—পত্নী; **অগার**—গৃহ; **পুত্র**—সন্তান; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন, সমাজ; **প্রাণান্**—এমন কি জীবন পর্যন্ত; **বিত্তম্**—ধনসম্পদ; **ইমম্**—এই সমস্ত; **পরম্**—স্বর্গলোকে উন্নতি অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া; **হিত্বা**—(এই সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিষয়) পরিত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে; **শরণম্**—আশ্রয়; **যাতাঃ**—গ্রহণ করে; **কথম্**—কিভাবে; **তান্**—সেই প্রকার ব্যক্তিদের; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করার জন্য; **উৎসহে**—আমি উৎসাহী হতে পারি (তা সম্ভব নয়)।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ এমন কি তাঁদের জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করে—তাঁদের ইহলোকে এবং পরলোকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের বাসনা তাঁদের থাকে না, সেই প্রকার ভক্তদের আমি কিভাবে পরিত্যাগ করব?

তাৎপর্য

ভগবান *ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ* শব্দের দ্বারা পূজিত হন। এইভাবে তিনি ব্রাহ্মণদের শুভাকাঙ্ক্ষী। দুর্বাসা মুনি অবশ্যই ছিলেন একজন মহান ব্রাহ্মণ, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অভক্ত, তাই তিনি ভগবানের সেবায় সব কিছু অর্পণ করতে পারেননি। মহাযোগীরা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তার প্রমাণ হচ্ছে যে, দুর্বাসা মুনি যখন মহারাজ অম্বরীষকে হত্যা করার জন্য এক অসুর সৃষ্টি করেছিলেন, তখন রাজা সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি যখন ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সুদর্শন চক্রের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন তিনি এতই বিচলিত হন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছুটাছুটি করে আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। অবশেষে, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তিনি ব্রহ্মা, শিব এবং ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি এতই দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ছিলেন যে, তাঁর দেহের স্বার্থে তিনি একজন বৈষ্ণবের দেহ বধ করতে চেয়েছিলেন। অতএব, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সদ্‌বুদ্ধি ছিল না, এবং বুদ্ধিহীন ব্যক্তি কিভাবে ভগবান কর্তৃক ত্রাণ লাভ করতে পারে? ভগবানের সেবার জন্য যিনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন, সেই ভক্তকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

এই শ্লোকে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে *দারাগারপুত্রাপ্ত*—গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, সমাজ ইত্যাদির প্রতি আসক্তি ভগবানের অনুগ্রহ লাভের উপায় নয়। যে ব্যক্তি জড়সুখ ভোগের জন্য দেহ-গেহের প্রতি আসক্ত, সে কখনও শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। কখনও কখনও শুদ্ধ ভক্তের স্ত্রী, পুত্র এবং গৃহের প্রতি আসক্তি থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন। ভগবান এই প্রকার ভক্তের জন্য তাঁর মিথ্যা আসক্তির বিষয়গুলি হরণ করার জন্য এক বিশেষ আয়োজন করেন এবং এইভাবে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির আসক্তি থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। এটিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের বিশেষ কৃপা।

শ্লোক ৬৬

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৬৬ ॥

ময়ি—আমাকে; **নির্বদ্ধ-হৃদয়াঃ**—হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে আসক্ত; **সাধবঃ**—শুদ্ধ ভক্ত; **সম-দর্শনাঃ**—সমদর্শী; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **কুর্বন্তি**—করে; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **সৎ-স্ত্রিয়ঃ**—সতী স্ত্রী; **সৎ-পতিম্**—সৎপতিকে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সতী স্ত্রী যেভাবে সেবার মাধ্যমে সৎপতিকে বশীভূত করে, সর্বতোভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তেরাও সেইভাবে তাঁদের ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সমদর্শনাঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতপক্ষে সকলেরই প্রতি সমদর্শী, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি / সমঃ সর্বেষু ভূতেষু*। মানুষ শুদ্ধ ভক্ত হলে, তবেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*)। শুদ্ধ ভক্তই হচ্ছেন যথার্থ পণ্ডিত, কারণ তিনি জানেন তাঁর স্বরূপে তিনি কে, তিনি জানেন ভগবান কে, এবং তিনি জানেন ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি রকম। তাই তিনি পূর্ণরূপে তত্ত্বজ্ঞানী এবং স্বভাবতই মুক্ত (*ব্রহ্মভূতঃ*)। তাই সকলকেই তিনি চিন্ময় স্তরে দর্শন করতে পারেন। তিনি সমস্ত জীবের সুখ এবং দুঃখ বুঝতে পারেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী। তাই তিনি সকলেরই প্রতি সহানুভূতিশীল, যে কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)

মানুষ জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, কারণ তারা ভগবানের প্রতি আসক্ত নয়। তাই, শুদ্ধ ভক্তের সব চাইতে বড় চিন্তা হচ্ছে, কিভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণকে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উন্নীত করা যায়।

শ্লোক ৬৭

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৬৭ ॥

মৎ-সেবয়া—সম্পূর্ণরূপে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **প্রতীতম্**—আপনা থেকেই লাভ হয়; **তে**—এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নাত্মা; **সালোক্য-আদি-চতুষ্টয়ম্**—সালোক্য আদি চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি, অতএব সাযুজ্য মুক্তির কি কথা?); **ন**—না; **ইচ্ছন্তি**—কামনা করে; **সেবয়া**—কেবল তাঁদের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **পূর্ণাঃ**—পূর্ণ; **কুতঃ**—কি কথা; **অন্যৎ**—অন্য বস্তু; **কাল-বিপ্লুতম্**—যা কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

আমার ভক্তরা আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদা পরিতৃপ্ত, তাই তাঁরা চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি), স্বয়ং উপস্থিত হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গলোকে উন্নতি আদি অনিত্য জড় সুখের কি আর কথা?

তাৎপর্য

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মুক্তির মূল্য নির্ণয় করে বলেছেন—

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ।
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন যে, কেউ যদি ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বিকশিত করেন, তা হলে মুক্তিদেবী বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁর সর্বপ্রকার সেবা করতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতই মুক্ত, তাঁকে আর বিভিন্ন প্রকার মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। শুদ্ধ ভক্ত বাসনা না করলেও আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ৬৮

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬৮ ॥

সাধবঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **মহ্যম্**—আমার; **সাধূনাম্**—শুদ্ধ ভক্তদেরও; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি; **মৎ-অন্যৎ**—আমি ছাড়া অন্য কিছু; **তে**—তাঁরা; **ন**—না; **জানন্তি**—জানে; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **তেভ্যঃ**—তাদের ছাড়া; **মনাক্ অপি**—একটুও।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।

তাৎপর্য

দুর্বাসা মুনি যেহেতু অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের হৃদয়ে বেদনা দিতে চেয়েছিলেন, কারণ ভগবান বলেছেন, *সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্*—"শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই আমার হৃদয়ে থাকেন।" ভগবানের অনুভূতি ঠিক একজন পিতার মতো, যিনি তাঁর সন্তানের ব্যথায় ব্যথিত হন। তাই ভক্তের চরণে অপরাধ এত গুরুতর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন কখনও ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে কোন অপরাধ না করে। এই প্রকার অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ মত্ত হস্তী যখন কোন বাগানে প্রবেশ করে, তখন সেই বাগানটি সে তছনচ্ করে দেয়। তাই শুদ্ধ ভক্তের চরণে যাতে কখনও কোন রকম অপরাধ না হয়ে যায়, সেই জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, অম্বরীষ মহারাজের কোন দোষ ছিল না; দুর্বাসা মুনি অযথা তাঁকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য একাদশীব্রত পূর্ণ করার মানসে পারণ করার জন্য কেবল একটু জলপান করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি একজন মহাযোগী ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ছিল না। সেটিই শুদ্ধ ভক্ত এবং তথাকথিত বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মধ্যে পার্থক্য। ভক্ত সর্বদা ভগবানের হৃদয়ে থাকার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/১১) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

"তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।" ভগবানের অনুমতি ব্যতীত ভক্ত কোন

কিছু করেন না। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়।* তাই কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবের সমালোচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব জানেন তাঁর কি কর্তব্য; তাই তিনি যা করেন তা সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত, কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হন।

শ্লোক ৬৯

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্ ।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্তুঃ কুরুতেঽশিবম্ ॥ ৬৯ ॥

উপায়ম্—ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়; **কথয়িষ্যামি**—আমি তোমাকে বলব; **তব**—এই বিপদ থেকে তোমার উদ্ধারের জন্য; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণ; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ কর; **তৎ**—আমি যা বলি; **অয়ম্**—তোমার এই কার্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-অভিচারঃ**—আত্মহিংসা অথবা নিজের প্রতি হিংসা (তোমার মন তোমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে); **তে**—তোমার জন্য; **যতঃ**—যাঁর কারণে; **তম্**—তাঁকে (মহারাজ অম্বরীষ); **যাহি**—এক্ষণি যাও; **মা চিরম্**—এক পলকও দেরি করো না; **সাধুষু**—ভক্তকে; **প্রহিতম্**—প্রযুক্ত; **তেজঃ**—শক্তি; **প্রহর্তুঃ**—অনুষ্ঠানকারী; **কুরুতে**—করে; **অশিবম্**—অমঙ্গল।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ কর। অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করার ফলে তুমি আত্মহিংসা করেছ। তাই এক্ষুণি তুমি তাঁর কাছে যাও, বিলম্ব করো না। কারও তথাকথিত শক্তি যখন ভক্তের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন প্রয়োগকারীরই অনিষ্ট হয়। যার উপর প্রয়োগ করা হয় তার কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে, যে প্রয়োগ করে তারই অনিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব সর্বদাই অভক্তদের হিংসার পাত্র, এমন কি সেই অভক্ত যদি তাঁর পিতাও হয়। তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু। কিন্তু

এই হিংসার ফলে হিরণ্যকশিপুরই অনিষ্ট হয়েছিল, প্রহ্লাদের কিছু হয়নি। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের ফলে ভগবান তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। বৈষ্ণবের সেবার ফলে ক্রমশ তা ভক্তের সম্পদে পরিণত হয়। তেমনই, ভক্তের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ ক্রমশ সঞ্চিত হতে হতে চরমে অনুষ্ঠানকারীর অধঃপতনের কারণ হয়। শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করার ফলে, দুর্বাসা মুনির মতো একজন মহান ব্রাহ্মণ মহাযোগীও এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭০

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে ।
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্তুরন্যথা ॥ ৭০ ॥

তপঃ—তপস্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **চ**—ও; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **নিঃশ্রেয়স**—যা উন্নতি সাধনের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর; **করে**—কারণ; **উভে**—তারা উভয়ে; **তে**—এই প্রকার তপস্যা এবং জ্ঞান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দুর্বিনীতস্য**—এই প্রকার ব্যক্তি যখন দুর্বিনীত হয়; **কল্পেতে**—হয়; **কর্তুঃ**—অনুষ্ঠানকারীর; **অন্যথা**—ঠিক বিপরীত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যা এবং বিদ্যা অবশ্যই মঙ্গলজনক, কিন্তু যে ব্যক্তির স্বভাব নম্র নয়, তার পক্ষে এই তপস্যা এবং বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, মণি অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু তা যখন সাপের মাথায় থাকে, তখন তার মূল্য সত্ত্বেও তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তেমনই, অভক্ত বিষয়ী যখন বিদ্যা এবং তপস্যা অর্জনে অত্যন্ত সফল হয়, তখন তার সাফল্য সমগ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তথাকথিত বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে যা সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাই বলা হয়েছে, *মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিম্ অসৌ ন ভয়ঙ্করঃ*। সাপের মাথায়

মণি থাকুক বা না থাকুক, সে ভয়ঙ্কর। দুর্বাসা মুনি ছিলেন যৌগিক ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যন্ত মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, কিন্তু যেহেতু তিনি নম্র ছিলেন না, তাই তিনি জানতেন না কিভাবে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হয়। সেই জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যে ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থে তার যোগশক্তি ব্যবহার করে, সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তির প্রতি ভগবান কখনও অনুকূল হন না। প্রকৃতির নিয়মে তাই এই শক্তির অপব্যবহার চরমে কেবল সমাজের জন্যই ভয়ঙ্কর নয়, সেই ব্যক্তির পক্ষেও ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৭১

ব্রহ্মাংস্তদ্ গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **তৎ**—অতএব; **গচ্ছ**—যাও; **ভদ্রম্**—সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক; **তে**—তোমাকে; **নাভাগ-তনয়ম্**—মহারাজ নাভাগের পুত্রকে; **নৃপম্**—মহারাজ অম্বরীষ; **ক্ষমাপয়**—শান্ত করার চেষ্টা কর; **মহা-ভাগম্**—মহাত্মা, শুদ্ধ ভক্ত; **ততঃ**—তারপর; **শান্তিঃ**—শান্তি; **ভবিষ্যতি**—হবে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাই তুমি এক্ষুণি মহারাজ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ মহারাজের কাছে যাও। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তুমি যদি মহারাজ অম্বরীষকে প্রসন্ন করতে পার, তা হলে তোমার শান্তি হবে।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে মধ্বমুনি *গরুড় পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ব্রহ্মাদিভক্তিকোট্যংশাদংশোনৈবাম্বরীষকে ।
নৈবন্যস্য চক্রস্যাপি তথাপি হরিরীশ্বরঃ ॥
তাৎকালিকোপচেয়ত্বাত্তেষাং যশস আদিরাট্ ।
ব্রহ্মাদয়শ্চ তৎ কীর্তিং ব্যঞ্জয়ামাসুরুত্তমাম্ ॥
মোহনায় চ দৈত্যানাং ব্রহ্মাদে নিন্দনায় চ ।
অন্যার্থং চ স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মাদ্যাশ্চ নিরাশিষঃ ॥
মানুষেষূত্তমাত্বাচ্চ তেষাং ভক্ত্যাদিভির্গুণৈঃ ।
ব্রহ্মাদের্বিষ্ণ্বধীনত্বজ্ঞাপনায় চ কেবলম্ ॥

দুর্বাসাশ্চ স্বয়ং রুদ্রস্তথাপ্যন্যায়মুক্তবান্ ।
তস্যাপ্যনুগ্রহার্থায় দর্পনাশার্থমেব চ ॥

মহারাজ অম্বরীষ এবং দুর্বাসা মুনির এই উপাখ্যান থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেবতারাও বিষ্ণুর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই যখন কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই অপরাধীকে দণ্ডদান করেন। সেই ব্যক্তিকে কেউই রক্ষা করতে পারে না, এমন কি ব্রহ্মা অথবা শিবও নন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।